বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

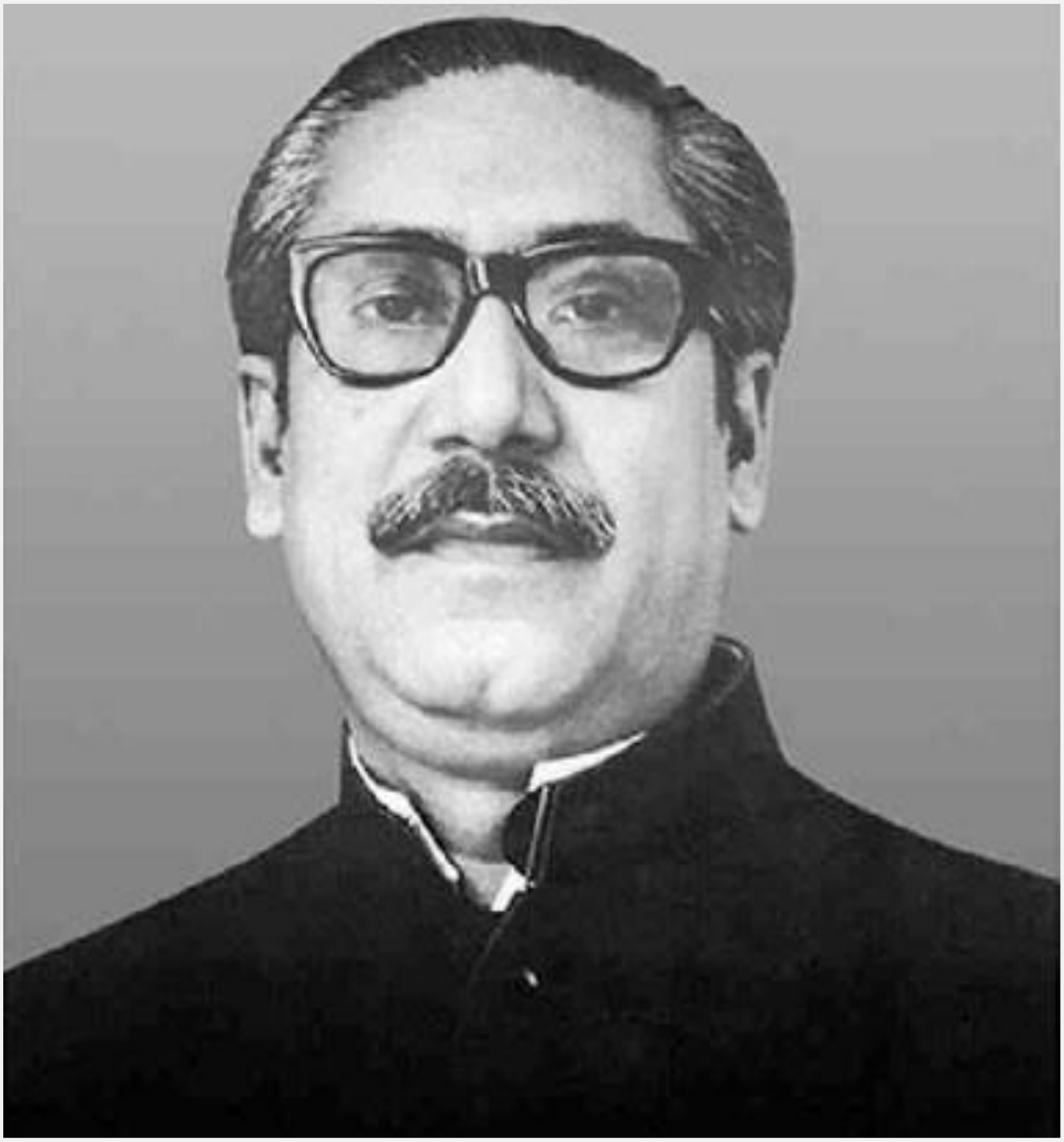

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রদর্শন কে সামনে রেখে, ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও সোনার বাংলা বিনির্মাণের প্রত্যয়ে বর্তমান সরকার রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। পদ্মাসেতু, ১০০টি অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা, কর্ণফুলী নদীতে টানেল নির্মাণ, মেট্রোরেলের মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন আজ আর স্বপ্ন নয়, বরং দেদীপ্যমান উন্নয়ন বাস্তবতা। এ উন্নয়ন কাজের প্রতিটি অবকাঠামোতে মিশে আছে আমাদের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের শ্রম, ঘাম, নিষ্ঠা আর ভালোবাসা। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর অভীষ্ট নং ০৮ বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে সারা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সংকটের মধ্যে পড়লেও আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্ব এবং সাহসী পদক্ষেপের ফলে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন সচল রেখে শ্রমজীবী মানুষকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে নিরাপদে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনা মহামারির শুরুতেই শ্রমজীবী মানুষকে সুরক্ষায় ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রণোদনা হিসেবে অর্থনৈতিক ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সহযোগিতা করতে ১২.১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। করোনা মোকাবেলায় আমার মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু এবং আইএলও এর সহযোগিতায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গাইডলাইন তৈরি করেছে। করোনার এই মহাদুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল এবং কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং তাদের সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আমরা শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও অধিকার নিশ্চত করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন তথা সার্বিক কল্যাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।২০২০-২০২১ অর্থবছর আমার মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়েই শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে কাজ করেছে, যা এই বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বাণী

জাতীয় জীবনে ২০২০-২০২১ অর্থবছরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অর্থবছর ছিল একই সাথে আনন্দের ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্যোমী হয়ে কাজ করাটা যেমন অত্যন্ত আনন্দের, পাশাপাশি কোভিড-১৯ অভিঘাতের মাঝে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে অর্থনীতির চাকা সচল রাখাটা ছিল একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ। এ মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে করি।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় এবং বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০২১, রূপকল্প-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ২০২০-২০২১ সময়কালে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জনের সালতামামি বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সেই সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যায়সংগত অধিকার নিশ্চিতকরণ, মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নয়ন, শিল্পক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মজুরির হার নির্ধারণ, কার্যকালে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, শিশুশ্রমের অবসান, শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি শ্রমিকের কল্যাণ সাধনে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

এ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ এহছানে এলাহী

জেবুন্নেছা করিম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আহ্বায়কের বিনম্র কথন

স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সরকারের ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে সমগ্র বিশ্বের সামনে একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় উন্নীত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নের অন্যতম অংশীদার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির মাঝেও এ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও শ্রম আদালত, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং কেন্দ্রীয় তহবিলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণই সুশাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে জনগণের তথ্য অধিকার তথা তথ্যের অবাধ প্রবাহের দালিলিক প্রতিফলন ঘটাতেই ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জনের প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্রসহ তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আশা করছি, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নানা সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জেবুন্নেছা করিম

সম্পাদনা পর্ষদ

নির্দেশনায়	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
আহবায়ক	জনাব জেবুন্নেছা করিম অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন
সদস্য	জনাব গোকুল কৃষ্ণ ঘোষ, যুগ্মসচিব, সংস্থাপন অধিশাখা ড. মোহাম্মদ নান্নু মোল্লা, যুগ্মসচিব, শ্রম অধিশাখা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর,যুগ্মসচিব, আন্তর্জাতি সংস্থা অধিশাখা জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, উপসচিব, সমন্বয় শাখা বেগম মোর্শেদা আক্তার, উপসচিব, প্রশাসন অধিশাখা জনাব শরীফ মোঃ ফরহাদ হোসেন, পরিকল্পনা অধিশাখা জনাব বিমলেন্দু ভৌমিক, উপসচিব, সেবা শাখা ড. অশোক কুমার বিশ্বাস, সিনিয়র সহকারী সচিব, আইন শাখা জনাব এ.এস.এম.মেহরাব হোসেন, সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি সেল
সদস্য-সচিব	নাইমা আফরোজ ইমা সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল : ১৩ অক্টোবর, ২০২১

সূচিপত্র

অধ্যায় ১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৩
অধ্যায় ২	শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম	২৭
অধ্যায় ৩	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম	৩৪
অধ্যায় ৪	কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন	৩৫
অধ্যায় ৫	২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন	৩৮
অধ্যায় ৬	কোভিড-১৯ মহামারীকালীন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৪৩
অধ্যায় ৭	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	৪৭
অধ্যায় ৮	ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫০
অধ্যায় ৯	আইন নীতি ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম	৫৩
অধ্যায় ১০	ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH	৫৫
অধ্যায় ১১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৫৭

অধ্যায়-১

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামেই মূলতঃ এ মন্ত্রণালয়ের যাত্রা শুরু। অতঃপর বিভিন্ন বাস্তবতার আলোকে একাধিকবার নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে এটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক মূলতঃ শ্রম কল্যাণ, শিল্পে কর্মসংস্থান ও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের গঠন ও প্রশাসনিক কার্যাবলী, নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন ও এর সুপারিশ প্রণয়ন, রাষ্ট্রায়ত্ব ও বেসরকারী শিল্প শ্রমিকের মজুরী কমিশন গঠন, তার সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সংস্থার চাকুরী অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা, অধিকারের পাশাপাশি দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রমিকের স্বাস্থ্য চিকিৎসা, শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিষয়ক কার্যাবলী, শ্রম আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণসহ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ হলোঃ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল।

ভিশন (Vision)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবনমান।

মিশন(Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি (Functions)

শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;

শ্রম প্রশাসন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি,নূন্যতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন কার্যক্রম;

শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;

শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;

দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;

কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন;

ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরি বোর্ড গঠন ও নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন;

শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন; এবং

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

সাংগঠনিক

Ministry of Labour

Functions of t

1. Welfare of labour including labour and non-agricultural employment.
2. Industrial employment and social security.
3. Trade Unions, Industrial and Labour disputes, Labour Courts, Wage Boards and Industrial Workers Wages Commission.
4. Labour statistics.
5. Administration of Labour Laws and Rules made thereunder.
6. Labour research including compilation of labour statistics.
7. Dealings and agreements with international organizations the field of labour and manpower.
8. International Labour Organization (I.L.O)
9. Labour Conferences.
10. National policy regarding labour and industrial welfare.
11. Employees Social Security and Social Insurance Laws.
12. Labour Administration and Training.
13. Administration of Essential Services (Maintenance Ordinance).
14. Administration of laws connected with safety
15. Administration of Minimum Wages legislatio
16. Worker's education.
17. Matters relating to Bureau of Manpower Trai
18. Discipline in industry.
19. Constitution of Wage Boards for individual in
20. Regulation of working conditions of industri
21. Evaluation of the implementation of labour a
22. Social Security measure for labour.
23. Coordination of activities of other Ministries industrial welfare.
24. Manpower research including compilations of
25. National policy regarding manpower employ
(a) Resettlement and employment of demob

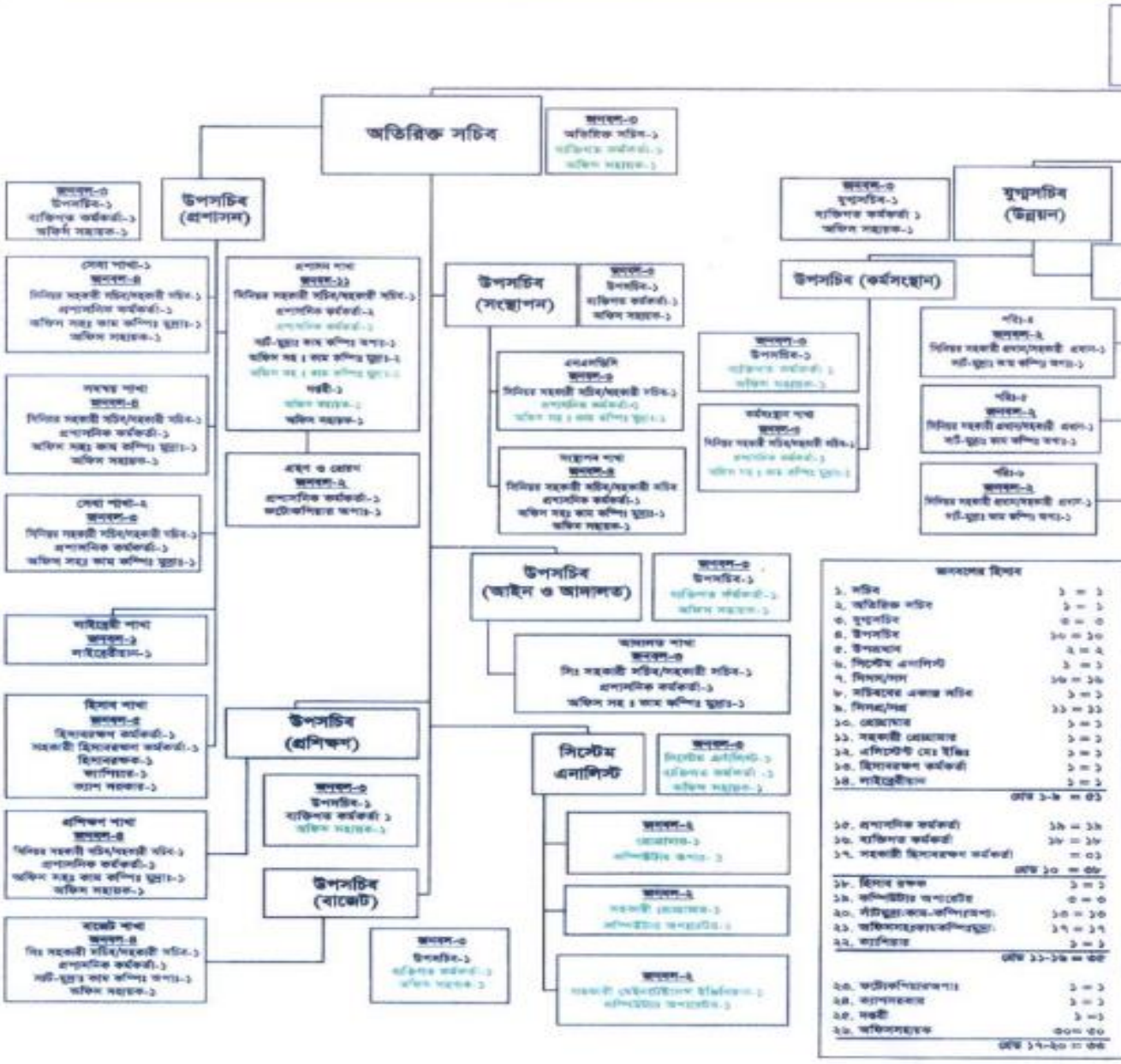

কাঠামো

and Employment
be Ministry

and welfare in mines and quarries.
ing
dustries.
l workers.
d industrial welfare laws and policies.
nd organizations in connection with labour and
manpower statistics.
ent.
ilized personnel.

(b) Administration of Essential Personnel (Registration) Ordinance, 1948
26. Employment (Record of Service) Act, 1951
27. National manpower problems.
28. National Council for Skill Development and Training
29. (a) Apprenticeship in plan training.
(b) Skill training policy including standardization, testing and certification
(c) National Committee for Skill development and Training.
30. Secretariat administration including financial matters.
31. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Ministry.
32. Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
33. All laws on subjects allotted to this Ministry.
34. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
35. Fees in respect of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

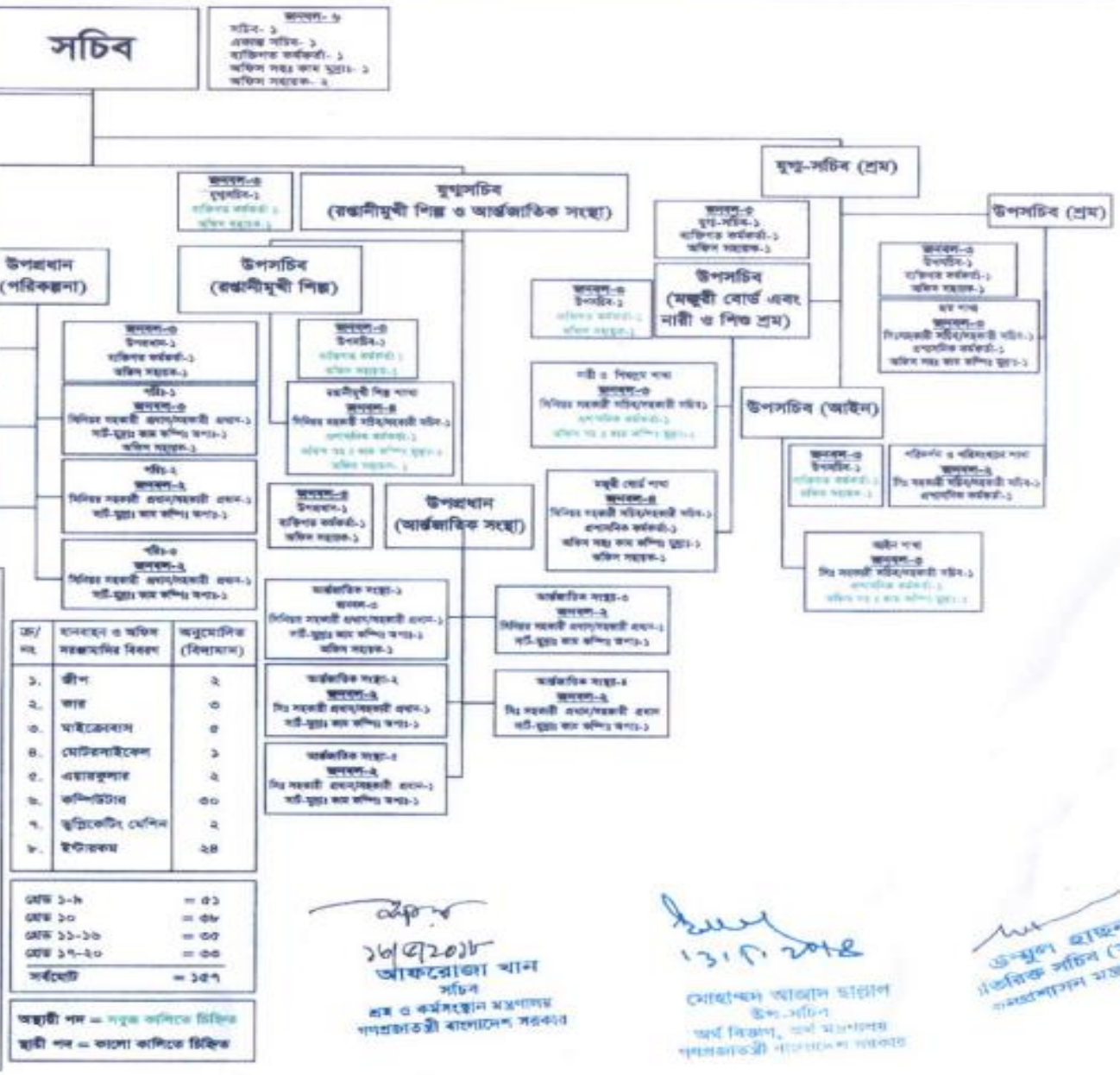

ক্র/নং	যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদির বিবরণ	অনুমোদিত (বিদ্যমান)
১.	জীপ	২
২.	কার	৩
৩.	মাইক্রোবাস	৫
৪.	মোটরসাইকেল	১
৫.	এম্বুলেন্স	২
৬.	কম্পিউটার	৩০
৭.	ফটোকপি মেশিন	২
৮.	ইপিএবক্স	২৪

গ্রেড ১-৯	= ৫১
গ্রেড ১০	= ৬৮
গ্রেড ১১-১৬	= ৩৫
গ্রেড ১৭-২০	= ৩৩
সর্বমোট	= ১৫৭

অস্থায়ী পদ = সবুজ কালিতে চিহ্নিত
স্থায়ী পদ = কালো কালিতে চিহ্নিত

১৬/৫/২০১৮
আফরোজা খান
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

13.5.2018
মোহাম্মদ আজাদ হোসাইন
উপ-সচিব
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তাজুল হাছনা
অতিরিক্ত সচিব (সংস্থাপন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

- শ্রম অধিদপ্তর
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল
- নিম্নতম মজুরি বোর্ড
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
- কেন্দ্রীয় তহবিল

শ্রম অধিদপ্তর

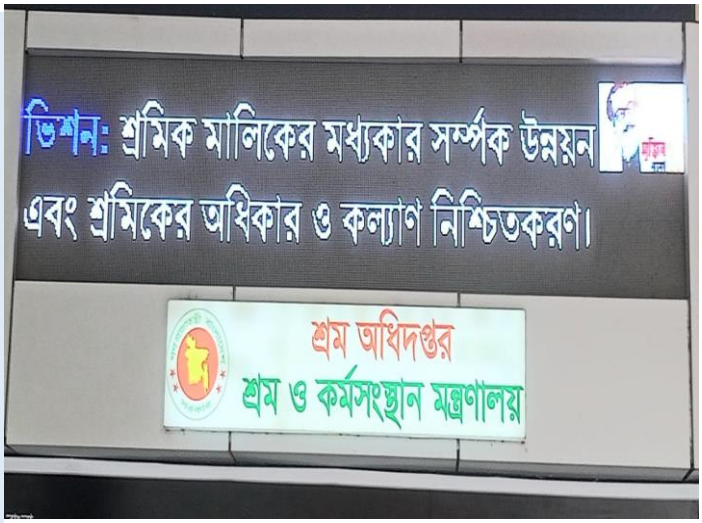

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সরকারের গৃহীত বিভিন্ন শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা ও বাস্তবায়ন, শ্রম আইন ও অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করাসহ বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এবং শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধি অনুসরণপূর্বক দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম সেবা প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের সৃষ্টি। শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ তার অধীন ৫২টি দপ্তরে ৯২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ অনুমোদিত রয়েছে । এ অধিদপ্তরের প্রধানের পদনাম: মহাপরিচালক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব । শ্রম অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ৬টি বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ০৯টি আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন ও ৩২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর শ্রম সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে।

কর্মশক্তি পুষ্টির উপর অংশীজনের সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে শ্রম বিষয়ক প্রথম আইন কারখানা আইন ১৮৮১ প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম স্বীকৃত হয় এবং পরবর্তীতে প্রবর্তিত অন্যান্য শ্রম আইনেও সরেজমিন পরিদর্শনের বিধান রাখা হয়। শ্রম প্রশাসন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৯২০ সালে মাদ্রাজ ও বঙ্গাদেশে দুটি লেবার কমিশনার পদ এবং লেবার কমিশনারের অধীনে অতিরিক্ত লেবার কমিশনার, ডেপুটি লেবার কমিশনার, সহকারি লেবার কমিশনার ও লেবার অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে লেবার কমিশনার পদ ও এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম চালু থাকে। ১৯৫৮ সালে লেবার কমিশনার পদবি পরিবর্তন করে শ্রম পরিচালক করা হয়। উল্লেখ্য যে, শ্রম প্রশাসনের অংশ হিসেবে শ্রম পরিদর্শন কর্মকান্ড প্রথমে লেবার কমিশনার ও পরবর্তীতে শ্রম পরিচালকের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হতো। তবে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থার অধিভুক্ত শ্রম আইনের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে পরিদর্শন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে এবং সর্বোপরি আইএলও কনভেনশন-৮১ এর প্রতি দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের শ্রম নীতি ও এয়ার ভাইস মার্শাল নূর খানের রিপোর্টের ভিত্তিতে শ্রম পরিদর্শন সম্পর্কিত ৮১ নং আই.এল.ও কনভেনশন অনুযায়ী ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুলাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে বিদ্যমান শ্রম আইনসমূহের জন্য প্রধান পরিদর্শক পদকে পরিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে

আইনগত ক্ষমতা দেয়া হয়। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃজনে কাজ করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ পদ্ধতি, কর্মঘণ্টা ও মজুরি প্রদান নিশ্চিতকরণ ছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে ডাইফ। কর্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা সমুন্নত রেখে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এই অধিদপ্তর। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের আইনগত অধিকার বাস্তবায়নসহ শোভন, স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

স্বতন্ত্র পরিদপ্তর হিসেবে অস্তিত্ব লাভের পর সে সময়ে প্রচলিত শ্রম সম্পর্কিত ৪৬ টি আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা ও রেগুলেশন্স শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে বলবৎ করার দায়িত্ব পরিদর্শন পরিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। ঢাকায় প্রধান কার্যালয়সহ পুরাতন চারটি বিভাগে চারটি বিভাগীয় কার্যালয় ও ২২টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিদপ্তরের কর্মকান্ড পরিচালিত হতো। সর্বশেষ, বাংলাদেশের পোশাকখাতে সৃষ্ট কয়েকটি দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক মহলের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমজীবী মানুষের কর্মস্থলের সেইফটি, স্বাস্থ্য, কল্যাণসহ আইনগত অধিকার নিশ্চিত করতে ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি পরিদপ্তরকে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর"-এ উন্নীত করা হয়। অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহীর পদবি হলো "মহাপরিদর্শক", যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। বর্তমানে ঢাকায় অবস্থিত ০১ টি প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন জেলা পর্যায়ের ২৩টি অফিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অবদান রাখার নিমিত্তে নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণের জন্য অধিদপ্তরটি কাজ করে যাচ্ছে।

"Strengthening Workers' Access to Pertinent Nutrition Opportunities (SWAPNO)"

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী বেসরকারি শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণ এবং প্রতি ৫ বছর অন্তর যে কোনো ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি হার পুনঃনির্ধারণ করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণের জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য,মালিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য, শ্রমিক পক্ষের একজন স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দুইজন সদস্য অর্থাৎ মোট ছয় জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। সাধারনত ৫(পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টর সমূহের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল

শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমীমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার নিমিত্ত শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে। ঢাকায় অবস্থিত ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে ১টিসহ মোট ১০টি শ্রম আদালত দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ (জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক বিচার করা হয়। শ্রম আদলতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুব্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে উক্ত ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও সদস্য মহোদয় এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।শ্রম

আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ১০টি শ্রম আদালতের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬৭৩০ টি ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৪২২ টি। এছাড়া কুমিল্লা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ জেলায় আরও ৩টি শ্রম আদালত গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থা অসুস্থ শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকের পরিবারকে সহায়তা প্রদান, শ্রমিক পরিবারের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, শ্রমিকদের জীবনবীমা সুবিধা প্রদান, মাতৃত্ব কল্যাণসহ বাংলাদেশে সকল স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শ্রমিক-পরিবারের জন্য নানারকম কল্যাণমূলক কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন-এর প্রধানের পদনাম: মহাপরিচালক, যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান এবং ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব। এছাড়া, শ্রম অধিদপ্তরের শ্রম পরিচালক এবং অর্থ বিভাগ, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় , বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার পর্যায়ের ১ জন করে কর্মকর্তাসহ কমপক্ষে একজন করে মহিলা প্রতিনিধিসহ মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধি উক্ত পরিচালনা বোর্ডের সদস্য।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪ এর আওতায় বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিল থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, কর্মচারী ও তাদের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। উক্ত তহবিলের প্রধান উৎস হচ্ছে- ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কোম্পানীর মুনাফার একটি অংশ। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এর ২৩৪(খ) ধারার বিধান মোতাবেক কোনো কোম্পানির মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হবার অন্যুন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নীট মুনাফার পাঁচ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০:১০:১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করে থাকে।

ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি মেডিকেল কলেজে এবং উচ্চশিক্ষার জন্য পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোন শ্রমিক দৈহিক বা মানসিকভাবে স্থায়ী অক্ষম হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে ২,০০,০০০ টাকা

মৃতদেহ পরিবহন ও সৎকারের জন্য২৫,০০০ টাকা

জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য৫০,০০০ টাকা

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব কল্যাণ ২৫,০০০ টাকা

শ্রমিকের দূরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্য সহায়তা ১,০০,০০০ টাকা

অগ্নিকান্ডে দগ্ধ শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইন্সিটিটিউটে চিকিতসাধীন তিন জন শ্রমিকের স্বজনদের হাতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান

কেন্দ্রীয় তহবিল

বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধনী আইন-২০১৮)-এর ধারা ২৩২ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর বিধি ২১২ এবং ২১৩ অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় কেন্দ্রীয় তহবিল গঠিত হয় । এ তহবিল পরিচালনার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-কে চেয়ারম্যান করে কেন্দ্রীয় তহবিল পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অর্থের উৎস হলো: শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কার্যাদেশের বিপরীতে প্রাপ্ত মোট অর্থের ০.০৩%; ক্রেতা বা কার্যাদেশ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাধীন অনুদান; সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্বেচ্ছাধীন অনুদান; দেশি-বিদেশি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বেচ্ছাধীন অনুদান; এবং তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা। 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এর অধীন 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' এবং (২)'আপদকালীন হিসাব' নামে ২টি হিসাব রয়েছে। 'কেন্দ্রীয় তহবিল'-এ প্রাপ্ত মোট অর্থের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ 'সুবিধাভোগী কল্যাণ হিসাব' এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ 'আপদকালীন হিসাব'-এ জমা হয়। এ তহবিল হতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলে অথবা পরবর্তীতে মৃত্যু ঘটলে অথবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়ে স্থায়ী অক্ষমতা ঘটলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী বা তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ও পোষ্যকে ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা এবং অনুদান প্রদান এবং কর্মকালীন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে কোনো অঙ্গহানি ঘটলে যা স্থায়ী অক্ষমতার কারণ না হলে তাকে অনধিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর বা স্থায়ীভাবে বন্ধ হলে বোর্ড কর্তৃক সুবিধাভোগীদের পাওনা অর্থের সমুদয় বা আংশিক পরিশোধ করা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় তহবিলের মোট স্থিতি ১০৬,৮০,৩২,৩৯২.৬৯/- (একশত ছয় কোটি আশি লক্ষ বত্রিশ হাজার তিনশত বিরানব্বই টাকা উনসত্তর পয়সা)।

বিজিএমইএ-এর বন্ধ গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদান

অধ্যায়-২

শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রম

ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন

এসডিজি (Sustainable Development Goals)-এর একটি লক্ষমাত্রা হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিকভাবে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে সকল প্রকার শিশুশ্রম থেকে মুক্ত করার জন্যশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব কাজে কোন শিশুকে নিয়োগ করা যাবে না মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যে সকল শিল্পে এখনো শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে, সে সকল শিল্প মালিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত 'বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন'-শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে (২০০১-২০০৪ সাল) ১০,০০০ জন, ২য় পর্যায়ে (২০০৫-২০০৯ সাল) ৩০,০০০ জন, ৩য় পর্যায়ে (২০১০-২০১৭ সাল) ৫০,০০০ জন শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যে ৬ মাসব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও ৪ মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত সকল শিশুকে কর্মক্ষম করে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিটি শিশুকে মাসিক ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১০,০০০ শিশুকে আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য উপকরণ ক্রয়ের নিমিত্ত এককালীন ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ে ২০১৮-২০২৫ সালের মধ্যে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম থেকে প্রত্যাহার ও তাদের পুনর্বাসন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশুদের জন্যঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজের তালিকাটি হালনাগাদ করণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানা হতে ৫০৮৮ জন শিশুকে শিশুশ্রম হতে প্রত্যাহার করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসনে ৪৮৬টি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে ১১৪টি।'বিভাগীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ' ও 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' কর্তৃক সচেতনতামূলক সভা/কর্মশালা আয়োজনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেট হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ২৯.৬০ (উনত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও ২৯.৬০ (উনত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

কাঙ্খিত জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশুশ্রমের উপর নির্মিত টিভি বিজ্ঞাপন জনস্বার্থে দেশের সরকারি/বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হচ্ছে। জেলাপর্যায়ে শিশুশ্রম পরিস্থিতির তথ্য সংগ্রহ, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্থানীয় সংসদ-সদস্যকে উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে 'জেলা শিশুশ্রম পরিবীক্ষণ কমিটি' ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে 'উপজেলা পরিবীক্ষণ কমিটি' গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬টি সেক্টর (ট্যানারি, রপ্তানীমুখী চামড়াজাত দ্রব্য ও পাদুকা শিল্প, জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ, সিল্ক, সিরামিক ও কাঁচ)-কে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে এবং আরো ২টি সেক্টর (ফার্মাসিউটিক্যালস ও হিমাগার)-কে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ শিশুশ্রম মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রম পরিদর্শন

এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমেদেশের সকল কর্মক্ষম নাগরিকদের জন্য উৎপাদনমুখী, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নিয়মিত কাজ হচ্ছে শ্রম পরিদর্শন। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩১৯ এর ক্ষমতাবলে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ের মাধ্যমে ৬৪ জেলার কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে থাকে। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে এবং শ্রম আইন বাস্তাবায়নে এ পরিদর্শন কার্যক্রম গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিস্থিতি ও সেক্টর বিবেচনা করে নিয়মিত পরিদর্শন ঘোষিত (ধহহড়ঁহপবফ) এবং অঘোষিত (ঁহধহহড়ঁহপবফ) দুইভাবেই করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পরিদর্শকগণ কারখানা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৪৭,৩৬১ টি পরিদর্শন সম্পন্ন করেছেন।

প্রসূতি কল্যাণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শকদের নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশ শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট মাতৃত্বকল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রমিক সংখ্যা ১৪,৯৫৯ জন এবং বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মালিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নারী শ্রমিকগণকে প্রদানকৃত মোট আর্থিক সুবিধার পরিমাণ ৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩ (উনষাট কোটি ষোল লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত তেতাল্লিশ) টাকা।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাপ্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রমিক	মাসের নাম	শ্রমিকের সংখ্যা	আর্থিক সুবিধার পরিমাণ
	1	2	3
১	জুলাই, ২০২০	৮৯৮	২,৮০,৭৭,৯১১
২	আগস্ট, ২০২০	৯৫০	২,৭৩,১৭,৮৫০
৩	সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬৮১	২,৫৩,৪৪,২৫৬
৪	অক্টোবর, ২০২০	১,৭৮৬	৭,৩৭,৮৮,৫২৯
৫	নভেম্বর, ২০২০	১,৫১৫	৪,১৬,১২,৫৩২
৬	ডিসেম্বর, ২০২০	৬১৮	১,৯৩,০৬,০৫২
৭	জানুয়ারি, ২০২১	২,১৩৬	৭,৬৯,৪০,৯৬০
৮	ফেব্রুয়ারি, ২০২১	১,৩১৬	৫,৭০,৯৭,২২১
৯	মার্চ, ২০২১	২,৩১১	১০,৭৫,০৪,৫৬৬
১০	এপ্রিল, ২০২১	৫৩২	১,৬০,১৩,১৯২
১১	মে, ২০২১	১,০৫১	৪,৫৮,৪৩,০৩১
১২	জুন, ২০২১	১,১৬৫	৭,২৮,২৮,৬৪৩
	মোট	১৪,৯৫৯	৫৯,১৬,৭৪,৭৪৩

উৎস: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, জুলাই, ২০২১

টোল ফ্রি হেল্প লাইন (১৬৩৫৭)

২০১৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে আইএলও-এর চুক্তির আওতায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে একটি টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর (০৮০০৪৪৫৫০০০) চালু করা হয় (অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে টেলি কন্সালটেন্ট গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত)। জানুয়ারি, ২০১৯ এ অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রম অভিযোগ গ্রহণের জন্য পূর্বোক্ত নম্বরের পরিবর্তে নতুন শর্টকোড হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) চালু করা হয়। জানুয়ারি, ২০২১ হতে হেল্পলাইন (১৬৩৫৭) টি অত্র অধিদপ্তরের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। হেল্পলাইনের মাধ্যমে শ্রমিকগণ তাদের পাওনাদি, চাকরিচ্যুতি, ছুটি, কর্মঘণ্টা, মাতৃত্ব কল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

কারখানায় সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ

দেশব্যাপী কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শকগণ ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান, প্রতিবেদন তৈরি এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কারখানা মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিশেষ কোন দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী আইনানুগ পদক্ষেপ এবং ক্ষতিগস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে দুর্ঘটনায় আহত ৩৩ জন শ্রমিক এবং নিহত ৫৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট ৩৩,৬০,০০০ (তেত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মালিকপক্ষ কর্তৃক প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরুপ:

মাস	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত/গুরুতর আহত	নিহত	ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, টাকা
১	২	৩	৪	৫
জুলাই, ২০২০	২	০	৩	০
আগস্ট, ২০২০	৬	৪	২	০
সেপ্টেম্বর, ২০২০	৬	৭	৭	০
অক্টোবর, ২০২০	৬	২	৬	৮০০,০০০
নভেম্বর, ২০২০	৬	১	৪	২০০,০০০
ডিসেম্বর, ২০২০	৪	১	৪	০
জানুয়ারি, ২০২১	২	০	২	৪০০,০০০
ফেব্রুয়ারি, ২০২১	৫	০	৭	০
মার্চ, ২০২১	৫	০	৫	২০০,০০০
এপ্রিল, ২০২১	৬	৯	৮	১২,০০,০০০
মে, ২০২১	২	৭	১	০
জুন, ২০২১	৪	২	৫	৫৬০,০০০
মোট	৫৪	৩৩	৫৪	৩৩,৬০,০০০

উৎস: কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, জুলাই, ২০২১

শিশুকক্ষ স্থাপন এবং শিশুকক্ষ স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানের বিষয় বিবেচনায় রেখে এ মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কর্মরত নারীর সন্তানদের জন্য কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ (ডে-কেয়ার সেন্টার) স্থাপন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৪৫০টি কারখানা/প্রতিষ্ঠানে শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে এবং ৪১০টি কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে এ সংক্রান্ত উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়েছে।

নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ৪৩টি শিল্প সেক্টর রয়েছে। সবগুলো শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ সম্পন্ন হয়েছে। অধিকাংশ শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন কোনটির একাধিকবার নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারনত ৫(পাঁচ) বছর অন্তর শিল্প সেক্টরসমূহের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি, বাজার মূল্য, জনগণের জীবন যাত্রার মান, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানাবিধ অর্থনৈতিক সূচকের ভিত্তিতে নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে নির্মাণ ও কাঠ, সিকিউরিটি সার্ভিস এবং টি গার্ডেন এই ৩টি শিল্প সেক্টরের মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, নিকটতম পূর্ববর্তী বছরের নিম্নতম মজুরি অপেক্ষা সর্বশেষ বছরে (২০২০-২১ অর্থবছরের) নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল, প্রিন্টিং প্রেস, আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, সফট ক্রাশিং, আয়ুর্বেদিক কারখানা, ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস, ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ, চিংড়ি, মৎস্য শিকারী ট্রলার ইন্ডাস্ট্রিজ, জুট প্রেস এন্ড বেলিং ও স মিলস) এই ১১টি শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিকগণের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব শিল্প সেক্টরের মজুরি পুন:নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বে ঘোষিত নিম্নতম মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে পরবর্তী বছরের জন্য নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৮০০০/- (আট হাজার) টাকা দেশের পোশাক শিল্প কারখানায় কার্যকর করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে যে কয়েকটি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	শিল্প সেক্টরের নাম	সর্বশেষ নিম্নতম মজুরি ও পুন: নির্ধারণের বছর	নিকটতম পূর্ববর্তী নিম্নতম মজুরি ও পুন: নির্ধারণের বছর	মজুরি বৃদ্ধির শতকরা হার
১।	রাইস মিল	৪৬৫০ (২৭ জুলাই ২০২০)	৩৩০০ (০২ সেপ্টেম্বর ২০১২)	৪১%
২।	ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন	৫০০০ (২৭ জুলাই ২০২০)	৩০০০ (০৮ সেপ্টেম্বর ২০১২)	৬৭%
৩।	চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা	৩৫০০ (০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০)	২৪২৫ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩)	৪৪.৩২%

২০২০-২১ অর্থবছরে শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত শ্রম কল্যাণ মূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	সেবামূলক কার্যক্রম/ বিষয়বস্তু	সংখ্যা
০১	ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন	৩২৮টি
০২	সিবিএ নির্বাচন	১৫ টি
০৩	সালিশ আবেদনের নিষ্পত্তি	১৩ টি
০৪	অংশগ্রহণকারী কমিটির নির্বাচন	৫৩৮ টি
০৫	প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান	১০৬০৫ জন
০৬	স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	৯৭২৭২ জন
০৭	পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান	৪৬১৬৪ জন
০৮	বিনোদনমূলক সেবা প্রদান	১১০৫৮১ জন

২০২০-২১ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় তহবিলের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান

ক্রঃ নং	খাতের নাম	জন/সংখ্যা	টাকার পরিমান
০১	মৃত্যুজনিত আর্থিক সহায়তা বাবদ	৪,৮৫০	৯৬,৫৮,০০,০০০/-
০২	চিকিৎসা সহায়তা বাবদ	২,৩০২	৬,৮৭,৯০,০০০/-
০৩	শিক্ষাবৃত্তি বাবদ	৭৫৩	১,৫০,৬০,০০০/-
০৪	বন্ধ কারখানার শ্রমিকের বকেয়া বেতন-ভাতাদি বাবদ	০৯ টি	২,১৭,৩০,৯৭২/-
০৫	অফিস ব্যবস্থাপনা বাবদ (বাজেট কপি সংযুক্ত)		৩,৩৮,৫২,৭০৮.১৭/-
	সর্বমোটঃ		১১০,৫২,৩৩,৬৮০.১৭/-
কথায়ঃ একশত দশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার চয়শত আশি টাকা সতেরো পয়সা।			

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা

শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষে এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তরসমূহ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, বিধিমালা প্রণয়নসহ সময়ে সময়ে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, নিরাপদ কর্ম পরিবেশ এবং শ্রম আইন যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি প্রতিনিয়ত মনিটর করা হচ্ছে। শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক শ্রমিকদের সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়াদি সালিশী কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি দেখভাল করা হয়। সমগ্র দেশে বিস্তৃত সাতটি শ্রম আদালত এবং একটি শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত দাবী, ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের আইনী প্রতিকার পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করা হচ্ছে। ন্যূনতম মজুরী বোর্ড প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সেক্টরে মজুরী নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করার মাধ্যমে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সর্বোপরি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে সুসংহত ভূমিকা পালনসহ যুগপোযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

অধ্যায়-৩

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রম

হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ট বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত মুজিববর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গৃহীত কর্মপরিল্পনার আলোকে এ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে মুজিববর্ষব্যাপি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপঃ

লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপনঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের অফিসসমূহে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

ডকুমেন্টরি নির্মাণ ও সম্প্রচারঃ 'আপনি চাকরি করেন, আপনার মায়না দেয় ঐ গরীব কৃষক, ওদের সম্মান করে কথা বলেন; সম্মান ওরাই বেশী পাবে' এই থীমকে উপজীব্য করে বঙ্গবন্ধুর উপর নির্মিত ১ মিনিট দৈঘ্যে টিভি বিজ্ঞাপন (টিভিসি) নির্মাণ করে দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি টিভে চ্যানেলে সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া জাতীয় শিশু দিবস এবং জাতীয় শোক দিবসে এই টিভিসিটি দেশের শ্রমঘন এলাকাসহ দিন্যব্যাপি সম্প্রচার করা হয়েছে।

গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২০২১ এ ৩০ টি ফ্যাক্টরিকে গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। মুজিববর্ষের বর্ধিত সময়ের মধ্যেই গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হবে।

ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষের কর্ণার স্থাপনঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে মুজিববর্ষের কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে

বিভিন্ন দিবসের সমন্বিত উদযাপন: এ মন্ত্রণালয়ের মুজিববর্ষের কর্মসূচির অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবসসমূহ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহ সমন্বিতভাবে করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, জাতীয় শোক দিবস, মহান মে দিবস, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় সমন্বিতভাবে পালন করা হয়েছে।

প্রচার ও প্রকাশনাঃ ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যেবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত নান্দনিক ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়। ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২০ ও ২০২১ উপলক্ষ্যে দেশের শ্রমঘন এলাকাসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপে শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত গেইট, লিফলেট, ব্রুশিয়ার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়।

অধ্যায়-৪

কর্মপরিকল্পনা ও কর্মকৌশল বাস্তবায়ন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সরকারি কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করা হয়েছে। এ চুক্তিতে মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক (৪২টি) ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর পৃথক পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল হলো চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন এবং দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশল-দলিল,যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইন- কানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলের উত্তম চর্চা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী সাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশলের ৩৭টি কর্মসম্পাদন সূচক অর্জনে কাজ করেছে। উক্ত কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভিত্তিতে এ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশলে ৪র্থ স্থান অর্জন করেছে। শুদ্ধাচার চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ মহিদুর রহমান, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক বেগম সাবেকুন নাহার এবং আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব এ.কে.এম মিজানুর রহমান (অতিরিক্ত সচিব)-কে সম্মাননা সনদ এবং একমাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বাস্তবায়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	নিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আবেদনের সংখ্যা	মন্তব্য
১১টি	১১টি	-	-

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূচক ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

বিষয়	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অংশ
৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (জুলাই,২০২১-জুন,২০২৫)	• জুলাই,২০২১-জুন,২০২৫ মেয়াদে ১১.৩৩ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রার প্রাক্কলন রয়েছে, এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ কর্মসংস্থান ৮.০৮ মিলিয়ন। • শ্রম ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা (পৃষ্ঠাঃ ৬৭৯)।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়নে অভীষ্ট (এস ডি জি)	জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এস ডি জি)-এর ৮.৫ অভীষ্ট অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদনশীল কাজ ও উন্নত কর্মপরিবেশ এবং একই কাজের সম মজুরি নিশ্চিত করা। (পৃষ্ঠা-৩৯)
নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮	• জাতীয় পর্যায়ে স্বল্প, মধ্যম ও উচ্চশিক্ষিত তরুণদের তথ্য সম্বলিত একটি ইন্টিগ্রেটেড ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজন ও তরুণদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরির জন্য আবেদন করার আহ্বান জানাতে পারবে, পৃষ্ঠা-৩৩ • শিল্প শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা করা হবে, পৃষ্ঠা-৩৩ • গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় নানা পদক্ষেপের সঙ্গে রেশনিং প্রথাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, পৃষ্ঠা-৩৩
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে Allocagtion of Business	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business এর নিম্নোক্ত কার্যাবলীঃ • Welfare of labour including labour and non-agricultural employment (page-52) • Labour statistics. (page-52) • Labour research including compilation of labour statistics. (page-52)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ও ২৪ মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নলিখিত মোট ৬টি নির্দেশনা নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে:

- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম: শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ক) নারী শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা ও তাদের নিরাপত্তাঃ নারী শ্রমিকদের জন্য তাদের কর্মস্থলের কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- খ) কর্মজীবী নারী শ্রমিকদের জন্য গৃহায়ন তহবিলের সহায়তায় বন্দর , নারায়ণগঞ্জ এবং কালুরঘাট, চট্টগ্রামে অবস্থিত শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে ০২ টি ১০০০ শয্যাবিশিষ্ট ডরমিটরি নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ডরমিটরিতে বিল্ট-ইন খাটসহ আসবাবপত্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন খাটের নিচের অংশ স্টোর হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ডরমিটরির Common Dining Hall ও রান্নাঘরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক service-এর অতিরিক্ত হিসেবে প্রতিটি ফ্লোরে একটি করে কিচেন এবং কাপড়-চোপড় ধোয়ার জায়গা থাকতে হবে। তা ছাড়া ছোট পরিবারের বসবাসের উপযোগী পৃথক কিছুসংখ্যক কক্ষ/ living space রাখা যেতে পারে।
- শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র: শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শ্রমিকদের কল্যাণে কার্যকর করতে হবে। এ কেন্দ্রে শ্রমিকদের জন্য হাসপাতাল ও থাকার জন্য ডরমিটরি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বরিশাল, সিলেট এবং রংপুর বিভাগে নতুন ০৩টি শ্রম আদালত স্থাপনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া ঢাকায় অবস্থিত ০৩টি শ্রম আদালতের ০১টি নারায়ণগঞ্জে এবং ০১টি গাজীপুরে স্থানান্তরের বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।
- যে-সকল শিল্প সেক্টরের মজুরি নির্ধারণের সময় ৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সে-সকল শিল্প সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পারসোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (পিপিই) সার্টিফিকেশনের জন্য একটি National Industrial Safety Academy স্থাপন করার পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে টঙ্গীতে বিদ্যমান শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI)-এর জমি অথবা তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকাতে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।

অধ্যায়-৪

২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন

জাতীয় শোক দিবস, ১৫ আগস্ট ২০২০

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫তম শাহাদত বার্ষিকীতে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার পক্ষ থেকে ৩২নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে গত ১৬ আগস্ট ২০২০ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়ে শ্রমভবনে আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়।

এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্‌ফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা ও দোয়া-মাহ্‌ফিলে সভাপতিত্ব করেন এ মন্ত্রণালয়ের সচিব কে.এম.আব্দুস সালাম। জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচি অংশ হিসেবে ৩দিনব্যাপী মন্ত্রণালয় এবং আতওাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারি কালো ব্যাচ ধারণ করেন। দেশের শ্রমঘন এলাকাসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপে শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত গেইট, লিফলেট, ব্রুশিয়ার, ব্যানার ইত্যাদি প্রদর্শন করা হয়। ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

মহান বিজয় দিবস,১৬ ডিসেম্বর ২০২০

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কোভিড-১৯ মহামারীকালীন নির্দেশনা ও মুক্তিযু× বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা এবং অধীনস্ত মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বর্ণিল আলোকসজ্জা করা হয়।

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১

ভাষা শহীদদেও প্রতি শ্র×া জ্ঞাপনের অংশ হিসেবে এ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা এবং অধীনস্ত মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে **২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১** জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ ২০২১

মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যএ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে **বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়।** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, শ্রমিকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বাণী ও জন্মশতবার্ষিকীর লোগো সম্বলিত নান্দনিক ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয়।

এছাড়া, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে১৭-০৩-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরসমূহ সমন্বিতভাবে শ্রম ভবন, ১৯৬, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণীতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আলোকসজ্জা, আতশবাজি, একটি মনোরম পরিবেশে কেক কাটা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মিরপুর ও তেজগাঁও সরকারি শিশু পরিবারের এতিম ও দুস্থ শিশুদের মাঝে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয় । মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মবার্ষিকী-২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটা অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী: স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস, ২৬ মার্চ ২০২১

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নির্দেশনার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী (২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১) সময়কালের জন্যএ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বাঙ্গালী জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওয়েবসাইটে সুবর্ণজয়ন্তী কর্ণার স্থাপনসহ গৃহীত সকল কর্মসূচি বছরব্যাপী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকার নির্ধারিত স্বাধীনতার সুবর্নজয়ন্তীর লোগো প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস, ২৮ এপ্রিল ২০২১

প্রতি বছরের ন্যায় ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস" উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে ২৮ এপ্রিল ২০২১ তারিখে অনলাইনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি। এ মন্ত্রালয়ের তত্ত্বাবধানে আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে এই বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানসহ নানান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, দেশের বহুল প্রচারিত ৪টি বাংলা এবং ২টি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। বিটিভিসহ ০৩টি টিভি চ্যানেলে দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ২৫০০০ লিফলেট তৈরি করে শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক, চত্ত্বর সজ্জিত করা হয় এবং দিবসটি উদযাপনের স্থিরচিত্র ও ভিডিও ধারণ করা হয়। বিটিআরসি'র সহায়তায় জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য "মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,নিরাপদ কর্মপরিবেশ হোক সবার" মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়। ২৮ এপ্রিল ২০২১ জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের ২০২১ সালের প্রতিপাদ্যটি বার্তা আকারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি ও বিটিভি এর স্ক্রলে প্রদর্শন করা হয়। সচেতনতামূলক ভিডিও প্রস্তুত এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেব্যাপক প্রচার করা হয়। গাজীপুর শিল্পঘন অঞ্চলে শ্রমিকদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসনের অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মহান মে দিবস, ১মে ২০২১

মে দিবসের ইতিহাস অধিকার হারা মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। এ দিনটি বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম আর সংহতির এক ঐতিহাসিক দিন। ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমজীবী মানুষের আট ঘন্টা শ্রম, আট ঘন্টা বিশ্রাম, আট ঘন্টা বিনোদনের অধিকার আদায়ের জন্য সেই দিন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতৃবৃন্দের জীবনদানের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষ পেয়েছিল ১লা মের স্বীকৃতি। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন আজীবন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের অগ্রপথিক। তাঁর সমগ্র জীবনদর্শনে শ্রমিক, খেটে-খাওয়া গণমানুষের কল্যাণ ও ভাগ্যোন্নয়ন করায় অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তিনিই স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ সালে প্রথম ১লা মে 'মহান মে দিবস' কে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে দিবসটির মর্যাদা দান করেন।

মেহনতি মানুষের ন¨্যায়সঙ্গক অধিকার আদায়ে আত্মহুতি দানকারী শ্রমিকদের স্ম্ঠরণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যথাযোগ¨ মর্যাদায় প্রতিবছর ১ মে 'মহান মে দিবস' উদযাপন করে। দিবসটি উদযাপনের **মাধ্যমে**সরকার-মালিক-শ্রমিকের মাঝে এক অনবদ¨ সেতুবন্ধন গড়ে ওঠে। ২০২১ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর মাঝেও দিবসটিকে অর্থবহ করে তুলতে **'শ্রমিক-মালিক নির্বিশেষ, মুজিব-বর্ষে গড়বো দেশ'** এই প্রতিপাদ¨কে উপজীব¨ করে মহান মে দিবস,২০২১ এর স্ম্ঠরণিকা প্রকাশ; ১৯টি জাতীয় দৈনিকে মহামান¨ রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব¨ সম্বলিত

বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, স্বাস্থ¨ঝুঁকি এড়িয়ে জুম প্ল¨াটফর্মে শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস, ১২ জুন ২০২১

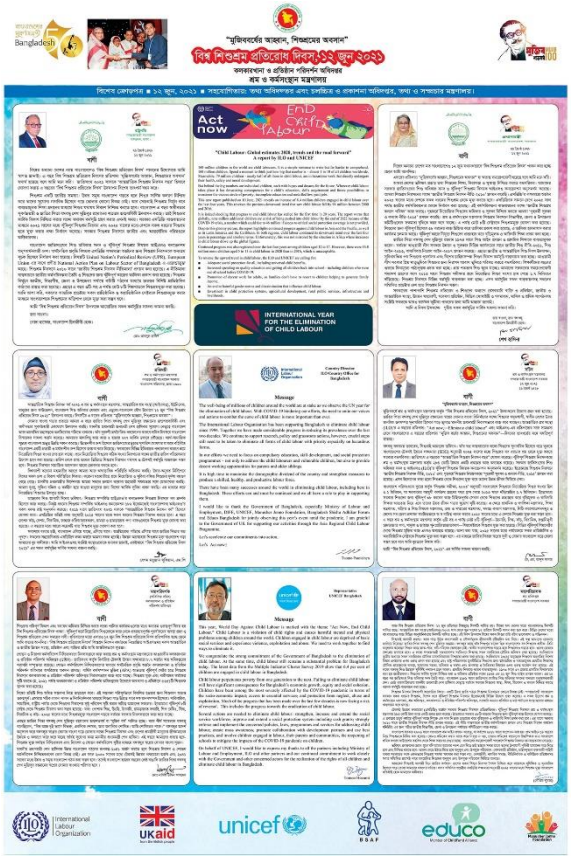

এ মন্ত্রালয়ের নির্দেশনায় শিশুশ্রম নিরসনে ব্যাপক সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে মন্ত্রালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নানা উদ্যোগের মাধ্যমে ১২ জুন ২০২১ বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস অর্থবহভাবে পালন করে। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'মুজিববর্ষের আহবান, শিশুশ্রমের হোক অবসান", যা সকল প্রকাশনায় তুলে ধরাসহ মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে পোস্টার ছাপিয়ে প্রচারের জন্য তা DIFE-এর ২৩ টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়। দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরে ১১টি দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ "বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১" উদযাপন উপলক্ষ্যে বিটিভিসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে টিভিসি প্রচার ও টক-শো আয়োজন করা হয়। সচিবালয়ের ৬ ও ৭ নং ভবন, শ্রম ভবন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর ২৩ উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে ড্রপ ডাউন ব্যানার সহ অন্যান্য ব্যানার দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে ইউনিসেফ কর্তৃক অনলাইনে আয়োজিত আলোচনা সভার মালিক পক্ষ এবং শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করে।

অধ্যায়-৬

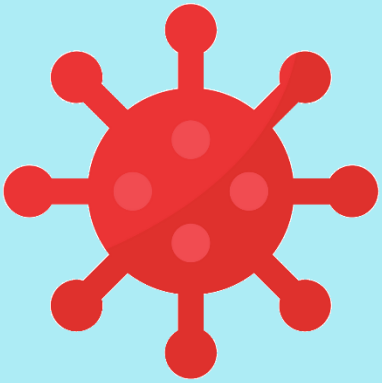

কোভিড-১৯ মহামারীকালীন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারী মকাবেলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারী শুরু হওয়ার প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৩১ দফা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুসারে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়:

(ক) কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস ডিজিজ-১৯) সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা প্রদানের নিমিত্ত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-কে সমন্বয়কারী কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন)-কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ এবং কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবেলায় করোনা রেসপন্স কমিটি গঠন এবং অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) কোভিড-১৯ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হয় এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা হতে সকল ধরণের সমস্যা ও করোনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়।

(গ) গত ১২/০৪/২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ সংক্রমণের প্রভাবে সৃষ্ট শ্রম পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট এলাকার মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ২৩ টি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করে ৬৪ জেলায় দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

(ঘ) নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় নির্মিত কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলটি করোনা আক্রান্তদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে এবং সকল মিটিং ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম (ZOOM APPS) ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

(চ) করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে তথ্য ও নির্দেশনা দিয়ে শ্রম অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সারাদেশে শ্রম অধিদপ্তরের ৫২ টি বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অফিসের কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, বাংলাদেশ লেদার গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড ওনার্স এসোসিয়েশন বাংলাদেশ প্লাস্টিকস পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ মালিক সংগঠন রিহ্যাব-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ছ) করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা এবং শ্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সার্বক্ষণিক টোল ফ্রি হেল্প লাইন ১৬৩৫৭ চালু করা হয় এবং কোভিড-১৯ মোকাবেলায় এই হেল্পলাইনটি সার্বক্ষনিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(জ) আইএলও'র সহায়তায় "কর্মক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পেশাগত সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশিকা" প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঝ) সেইফটি কাউন্সিলের নির্দেশনার ভিত্তিতে প্রণীত চেকলিস্ট অনুসরণ করে শ্রম পরিদর্শকদের পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ঞ) ২৩টি উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়ে উপমহাপরিদর্শকদের স্থানীয় প্রশাসন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (যেমন: সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম) গ্রহণে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রবেশপথে (সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে অবস্থিত ৪র্থ ও ৫ম তলায়) ২টি Disinfection Tunnel স্থাপন করা হয়েছে। ইনফারেড থার্মোমিটার দিয়ে প্রতিদিন সকল কর্মচারীর তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে ফ্লোর এবং সারফেস পরিস্কার করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দুরত্ব মেনে অফিস, পরিবার এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে পালনের জন্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিয়মিত কাউন্সিলিং করা হচ্ছে।

(খ) সকল কর্মচারীর মধ্যে স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহকে স্ব-স্ব দপ্তর হতে স্বাস্থ্য উপকরণ সরবরাহের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ।

(গ) কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) ৩২ টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র হতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত "স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশনা" প্রতিপালন করা হচ্ছে।

(ঙ) করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা মোকাবেলায় এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে শিল্প কলকারখানা শ্রমিক-কর্মচারীকে বিনামূল্যে টেলিমেডিসিন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ হতে ২৫/০৬/২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ৬ হাজার ৮৮৪ জনকে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

(চ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে মাস্ক, হ্যান্ডগ্লাভস, হ্যান্ডস্যানিটাইজার বিতরণ, অফিসে লিকুইড হ্যান্ডওয়াসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর লক্ষণ জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি প্রকাশ পেলে বা কারও পরিবারের সদস্য আক্রান্ত হলে সেই কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কোভিড-১৯ নেগেটিভ না-হওয়া পর্যন্ত অফিসে না-আসার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অফিসের প্রতি কক্ষের বাইরে "No Mask, No Entry" ও "No Mask, No Service" স্টিকার স্থাপন করা হয়েছে।

উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা

(ক) বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমণের সময় শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সরকার-মালিকপক্ষ-শ্রমিকপক্ষের সঙ্গে দফায় দফায় ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করা হয়েছে। এ বিষয়ে সময়মতো শ্রমিকদের বেতন-ভাতা পরিশোধ ও শ্রমিক-ছাঁটাই বন্ধ রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে কালকারখানা চালু রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- উৎপাদনের চাকা সচল রাখার জন্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে দেশের অধিকাংশ কালকারখানা চালু রাখা হয়;
- দেশের অধিকাংশ কারখানার শ্রমিকদের বেতনভাতা সময়মতো পরিশোধ করা হয়
- কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে শ্রমিক-ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা থাকলেও অধিকাংশ কারখানা শ্রমিক-ছাঁটাই থেকে বিরত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। শিল্প কলকারখানায় এ সংক্রান্ত সমস্যা উত্থিত হলে প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক-ছাঁটাই সমস্যার সমাধান করা হয়। ফলে দেশের অধিকাংশ কারখানা শ্রম অসন্তোষ থেকে রক্ষা পায়;
- ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহার সময় শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধের সুবিধার্থে দেশের শ্রমঘন এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ব্যাংকের শাখাসমূহ খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(খ) জনস্রোত (Influx) এড়িয়ে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে পর্যায়ক্রমে শিল্প কলকারখানা চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদারকরণ

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৩দিনের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ বাবদ ২২ লক্ষ ৯২ হাজার ৫১০ টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জমা প্রদান করা হয়েছে।

(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কেন্দ্রীয় তহবিল হতে করোনাকালীন সময়ে (২০২০-২০২১ সালে) বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ এর অন্তর্ভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকের মৃত্যুজনিত সহায়তা বাবদ ২৬৮ জন শ্রমিকের পরিবারবর্গকে ৫,৩৪,৫০,০০০/-(পাচ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১৩৯১ জন শ্রমিককে ৪,১৭,০০,০০০/-(চার কোটি সতের লক্ষ) টাকা এবং শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১৮৮ জন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানকে ৩৭,৬০,০০০/-(সাইত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বন্ধ কারখানায় আর্থিক সহায়তা বাবদ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১,১৮,৯৪,৩৩৩/-(এককোটি আঠারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিনশত তেত্রিশ) টাকা এককালীন প্রদান করা হয়।

(গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন কর্তৃক কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সময় জানুয়ারি-২০২১ হতে মে-২০২১ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ৩,২৬৯ জন শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৯,৯৬,৯০,০০০ (নয় কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা, কর্মরত অবস্থায় মৃত ৯২ জন শ্রমিকের পরিবারকে ৩৯,২০,০০০ (উনচল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা, শ্রমিক সন্তানের শিক্ষা সহায়তা বাবদ ১৬৬ জনকে ৫২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে সংঘটিত দূর্ঘটনায় ১৫ জন আহত শ্রমিকসহ মোট ২৬ জন শ্রমিককে জরুরী চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ১২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং ০৭ জন নিহত শ্রমিকের পরিবারবর্গকে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প, চামড়াজাত পণ্য ও জুতা শিল্পে কোভিড-১৯ এর কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের অসহায়ত্ব দূরীকরণে উক্ত শ্রমিক পরিবারে প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা করে প্রদানের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় মোট ৬,৫৩২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়-৭

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (৪র্থ পর্যায়) প্রকল্প

প্রকল্পটি ২৮৪৪৯.০৮ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দের বিপরীতে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ৪.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনে অবদান রাখাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হতে ১ লক্ষ শিশুকে ঝুকিমুক্ত করা হবে।

Promoting Social Dialogue and Harmonious Industrial Relations in the Bangladesh Ready-Made Garment Industry শীর্ষক প্রকল্প

তৈরি পোষাকশিল্পের মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংলাপ-প্রক্রিয়ার প্রসার ও সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প-বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সালিশ ও মধ্যস্ততা কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ করার উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি ১ জুলাই ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদে ILO এর সহযোগিতায় ৬৬০২.০৭ লক্ষ টাকা (পিএ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক।

Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector– RMGP (Phase -2) শীর্ষক প্রকল্প

কর্মপরিবেশ উন্নয়নের এবং শোভন কাজের নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে দেশের তৈরী পোষাক শিল্পের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের জন্য গৃহীত এ প্রকল্পটি গত ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে ILO এর সহযোগিতায় ২০৩৫৮.৩৭ লক্ষ টাকা (পিএ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি ৩৮২৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে আগস্ট, ২০২১ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪১৫০.০৭ লক্ষ টাকা।

শ্রম অধিদপ্তর (DOL) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

দেশের পার্বত্য অঞ্চলের শ্রমিকদের কল্যাণ সুবিধাদি ও দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণে রাঙামাটির ঘাঘরায় একটি বহুবিধ সুবিধাসহ কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

দেশের ৩ টি পার্বত্য জেলায় বসবাসরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামজিক কল্যাণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুনিশ্চিয়তাসহ বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং এ সংশ্লিষ্ট নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটি গত ০১ এপ্রিল ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে ৬১৬৯.০১ লক্ষ টাকা (জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

নারায়নগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ৫ শয্যার চিকিৎসা কেন্দ্র সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের ব্যবস্থাসহ এ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্ত গৃহীত এ প্রকল্পটি গত ০১ এপ্রিল ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে ১১৪০০.৪৪ লক্ষ টাকা (জিওবি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপিতে ৪১৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮২৭৭.৬৯ লক্ষ টাকা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পসমূহ

রিমিডিয়েশন কো-অরডিনেশন সেল এ ন্যস্ত কারখানাগুলোর ক্যাপ (কারেক্টিভ একশন প্লান) বাস্তবায়ন প্রকল্প

৭৪৫ টি কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি ও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরুপন একই সাথে কারখানার নিরাপত্তা জন্য রিমিডিয়েশন কাজের তদারকির মাধ্যমে দুর্ঘটনার মাত্রা কমিয়ে আনার নিমিত্তে প্রকল্পটি গত জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি-তে ৪১২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭১০.৫৬ লক্ষ টাকা।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটির মেয়াদ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৫২৮.৩৩ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৭৮৪.৫১ লক্ষ টাকা।

নির্বাচিত রেডিমেড গার্মেন্টস, প্লাস্টিক ও কেমিক্যাল কারখানার অবকাঠামোগত, অগ্নি ও বিদ্যুৎ ঝুঁকি নিরুপণ শীর্ষক প্রকল্প

কারখানার কাঠামোগত ঝুঁকি, অগ্নিসংক্রান্ত ঝুঁকি ও বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিরুপনের প্রাথমিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা মাত্রা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭১২.৫৭ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থ বছরে এডিপি-তে ১৬৩৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বিপরীতে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ২৫৫.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫২১.৮৯ লক্ষ টাকা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ১৩ টি জেলা কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প

১৩ টি জেলায় নতুন ডিআইজি অফিস নির্মাণ এবং ৬ টি জেলায় বিদ্যমান অফিসভবন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গৃহীত এ প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৯৪৩.৮৬ লক্ষ টাকা (জিওবি)। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরে এডিপি ২৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে । প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

অধ্যায়-৮

ডিজিটাল অভিযাত্রায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অংশীজন হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে ডিজিটাল ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে:

টাস্ক ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম

মন্ত্রণালয়ের কাজের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়ণের উদ্দেশ্যে এ সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কি না তা পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। এছাড়া এ সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মসূচি ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সমূহ সহজে ব্যবস্থাপনা করতে পারছেন। ভবিষ্যতে এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম এই ডিজিটাল প্লাটফর্মের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

পার্সোনাল ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

এ সফটওয়্যারটি তৈরির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিস্তারিত তথ্য সংযুক্ত করা হচ্ছে। এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য, যোগদান, বদলি, প্রশিক্ষণ, ছুটির হিসাব, মাসিক বেতনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে জানা সম্ভব হবে।

রিকুইজিশন এন্ড ইনভেনটরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

সিস্টেমটি ব্যবহারের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের প্রয়োজনীয় ষ্টেশনারী, অফিস সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য সকল রিকুইজিশন সমূহ অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করছেন। পূর্বে বিভিন্ন শাখা থেকে চাহিদাপত্র বারবার প্রিন্টিং এর ফলে অর্থের অপচয় হত এবং দাপ্তরিক কাজে বিঘ্ন ঘটত। এছাড়া এ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় ক্রয়, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি তাৎক্ষনিকভাবে জানা এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

সিটিজেন চার্টার ব্যত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগ সিস্টেম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারভুক্ত সেবা ব্যাত্যয় সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ করার জন্য অনলাইন ভিত্তিক এই সিস্টেমটি চালু করা হয়েছে। অনলাইনের মাধ্যমে যে কেউ যে কোন স্থান থেকে সহজে এই মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট তাঁর যে কোন অভিযোগ সহজে প্রেরণ করতে পারেন। পরবর্তীতে মন্ত্রনালয় সিস্টেমের মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে এই মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ সম্পন্ন হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির ডাটাবেজ এবং মনিটরিং সিস্টেম

এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের স্থাবর সম্পত্তির একটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযুক্ত করা হয়েছে।

ই-নথি কার্যক্রম পরিচালনা

সরকারের ডিজিটাল কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম ই-নথির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। এর ফলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সময়, শ্রম ও অর্থের অনেক সাশ্রয় হচ্ছে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রেক্ষিতে সরকার ঘোষিত লকডাউনের মাঝেও ই-নথির ব্যবহারই দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা রক্ষা করেছে।

ই-টেন্ডারিং বাস্তবায়ন

এ মন্ত্রণালয়ের ক্রয় কার্যে ও অর্থ খরচে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ওয়েবসাইট ও প্রযুক্তির ব্যবহার

এ মন্ত্রণালয়ের বাংলা ওয়েবসাইট শ্রকমবাংলা এবং ইংরেজি ওয়েবসাইট www.mole.gov.bd ওয়েবসাইট এর সেবাবক্স সমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা ও স্বাস্থ্যবিধি ২০২০-২১ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সভাসমূহের সিংহভাগই জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রীট মামলা ডাটাবেজ ও মনিটরিং সিস্টেম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার রীট মামলাসমূহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করার উদ্দেশ্যে এই সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্ত্রনালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল রীট মামলার তথ্য এই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

রীট মামলা ডাটাবেজ ও মনিটরিং সিস্টেমশ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার রীট মামলাসমূহ সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং করার উদ্দেশ্যে এই সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে এই মন্ত্রনালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার সকল রীট মামলার তথ্য এই সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ইনোভেশন কার্যক্রম

সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় নীতি-পদ্ধতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন প্রতিটি অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা নিয়মিত প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীনঅধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়া পুস্তক আকারে মুদ্রণ করা হয়েছে।

হিসাব কোষ হতে সম্পাদিত ডিজিটাল কার্যাবলী

মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ১০ম গ্রেড থেকে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের Ibas++ এর অংশ হিসেবে মাসিক বেতন বিল, আনুতোষিক ও মাসিক পেনশন EFT এর মাধ্যমে প্রদান, ১১তম গ্রেড থেকে তদনিম্ন কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল EFT এর মাধ্যমে প্রদানসহ বেতন বিবরণি, জিপিএফ স্লিপ, কর্মকর্তাদের ট্যাক্স সার্টিফিকেট, মন্ত্রণালয়ের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ, মন্ত্রণালয়ের মাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব, ছুটির হিসাব, কর্মকর্তা/কর্মচারিদের ভ্রমণ বিল, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন বিল, মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকার আনুষঙ্গিক বিল Online System এ কার্যকর রয়েছে। এছাড়া, চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ের সাথে আয় ও ব্যয়ের মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ও বার্ষিক হিসাবের সঙ্গতি সাধন করাসহ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরিবৃত্তান্ত Online এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

অধ্যায়-৯

আইন নীতি ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইন সংশোধান, নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ শ্রম আইন

শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মালিক শ্রমিক সু-সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের সাথে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম মন্ত্রণালয়ের নীতি নির্ধারণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। আর এরই ধারাবাহিকতায় ২৫টি আইনকে রোহিত করে শ্রম মন্ত্রণালয় প্রণয়ন করেছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬। আইনটি যুগপোযোগী এবং আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) প্রণয়ন করা হয়েছে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন, অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন ও তা বাংলাদেশ শ্রম আইনে সংযোজনের কাজ চলছে।

গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

দেশের আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সরকার গৃহকর্মীদের জন্য পর্যায়ক্রমে আইনি কাঠামো তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । এ প্রেক্ষাপটে গৃহকর্মে নিযুক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির সুরক্ষা ও কল্যাণার্থে পুর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতি গৃহকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের শর্ত ও নিরাপত্তা, শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, নিয়োগকারী ও গৃহকর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক সমুন্নত রাখা এবং কোন অসন্তোষ সৃষ্টি হলে তা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদান করবে। এ নীতি সংবিধানে বিধৃত সমঅধিকার এবং সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের মূলনীতি বাস্তাবায়নে সহায়ক হবে।

জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন

২০২০-২১ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া প্রণয়নের কাজ সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি'র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মূল কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে মূল কমিটির একাধিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-এর খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গত ২০-০৫-২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গঠিত অভ্যন্তরীণ কমিটির একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সভা সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২২-০৩-২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সদস্যগণ তাদের মতামত পেশ করেন এবং কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি সুচিন্তিত লিখিত মতামত দাখিল করেন। দাখিলকৃত মতামত অনুসরণপূর্বক 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি'র খসড়া সংশোধন/সংযোজন করা হয়েছে। সকল অংশীজনের মতামত, একাধিক পরামর্শ সভা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করার মাধ্যমে 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি'র খসড়া আগামী ৩০/০৫/২০২২ তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত করা হবে।

গ্রিন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন

২০২০ খ্রিষ্টাব্দে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কর্মসূচি গ্রিন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড মুজিব বর্ষ উদযাপন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কর্মসূচিতে গৃহীত হয়েছে। ইতোমধ্যে " গ্রিন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড নীতিমালা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার আলোকে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ' বঙ্গবন্ধু গ্রিন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে সেক্টর ভিত্তিক ৩০ (ত্রিশ)টি প্রতিষ্ঠানকে " গ্রিন ফ্যাক্টরি এ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে যা আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিববর্ষ ডিসেম্বর/২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

অধ্যায়-১০

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH		
Sl.No.	Title of the Convention (Year, No.)	Date of Ratification
1	Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1)	22.06.1972
2	Night Work(Women) Convention, 1919 (No. 4)	22.06.1972
3	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6)	22.06.1972
4	Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11)	22.06.1972
5	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14)	22.06.1972
6	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15)	22.06.1972
7	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16)	22.06.1972
8	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No.18)	22.06.1972
9	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19)	22.06.1972
10	Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No.21)	22.06.1972
11	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No.22)	22.06.1972
12	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 (No.27)	22.06.1972
13	* Forced Labour Convention, 1930 (No.29)	22.06.1972
14	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32)	22.06.1972
15	Underground work (women) Convention, 1935 (No.45)	22.06.1972
16	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937 (No.59)	22.06.1972
17	Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80)	22.06.1972
18	Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)	22.06.1972

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

Sl.No.	Title of the Convention (Year, No.)	Date of Ratification
1.	* Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87)	22.06.1972
1.	Night Work (Women) convention (revised) 1948 (No.89)	22.06.1972
1.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90)	22.06.1972
1.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96)	22.06.1972
1.	* Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98)	22.06.1972
1.	* Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100)	28.01.1998
1.	* Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105)	22.06.1972
1.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106)	22.06.1972
1.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107)	22.06.1972
1.	* Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111)	22.06.1972
1.	Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116)	22.06.1972
1.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118)	22.06.1972
1.	Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No.144)	17.04.1979
1.	Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149)	17.04.1979
1.	* Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182)	12.03.2001
1.	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185)	28.04.2014

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এম.পি এবং সচিব জনাব কে, এম, আব্দুস সালাম-এর সাথে আইএলও-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডেনিস অ্যাম্বাসেডর এবং জার্মান উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রধান-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

অধ্যায়-১১

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

নিম্নবর্ণিত মাননীয় সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কার্যকর রয়েছে:

ক্র. নং	সদস্যগণের নাম	নির্বাচনী এলাকা	পদবি
১	জনাব মোঃ মুজিবুল হক	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩	সভাপতি
২	বেগম মন্নুজান সুফিয়ান	১০১ খুলনা-৩	সদস্য
৩	জনাব শাজাহান খান	২১৯ মাদারিপুর-২	সদস্য
৪	জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম	১৭৫ ঢাকা-২	সদস্য
৫	জনাব শামীম ওসমান	২০৭ নারায়ণগঞ্জ-৪	সদস্য
৬	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	২৯১ চট্টগ্রাম-১৪	সদস্য
৭	জনাব মানু মজুমদার	১৫৭ নেত্রকোনা-১	সদস্য
৮	জনাব মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন	১৯৬ গাজীপুর-৩	সদস্য
৯	বেগম শামসুন নাহার	৩১৩ মহিলা আসন-১৩	সদস্য
১০	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন (হেলাল)	৫১ নওগাঁ-৬	সদস্য

নিয়মিত শ্রম ও কমসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক হয়ে থাকে। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৯ম থেকে ১৩তম পর্যন্ত মোট ০৫ (পাঁচ) টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৈঠক নং	তারিখ
৯ম বৈঠক	২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০
১০ম বৈঠক	২৮ অক্টোবর ২০২০
১১তম বৈঠক	২৪ ডিসেম্বর ২০২০
১২তম বৈঠক	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১
১৩তম বৈঠক	৩১ মার্চ ২০২১

বৈঠকসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।